১

গ্রীক রাষ্ট্রদর্শন

ভূমিকা : রাষ্ট্রদর্শন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রচিন্তা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রচিন্তাকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রদর্শনের পরিপূর্ণ পাঠ অকল্পনীয়। রাজনৈতিক দর্শন বিষয়ের বিশিষ্ট লেখক আর্নেস্ট বার্কার-এর মতে, যুক্তিবাদ পরিমন্ডিত পরিবেশে প্রাচীন গ্রীসেই রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল। ভারতবর্ষ, চীন, মিশর প্রভৃতি দেশে প্রাচীন কালে রাষ্ট্রচিন্তার অস্তিত্ব ছিল। তবে রাজনৈতিক মতবাদের কোন সুসংহত রূপ এ সমস্ত দেশে বিকশিত হতে পারে নি। ইউরোপে যে রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভব হয়েছিল এবং বর্তমান বিশ্ব যে রাষ্ট্রচিন্তার ধারক, তা মূলত: প্রাচীন গ্রীসে সেখানকার 'নগর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রচিন্তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।' গ্রীক সমাজের বিভিন্ন মনীষীগণ, বিশেষত: প্লেটো, এরিস্টটলের আবির্ভাবের সাথে রাষ্ট্রচিন্তার সুসংগঠিত ধারা বিকশিত হয়। সুতরাং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস জানতে হলে প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রচিন্তার সাথে ভালোভাবে পরিচিত হতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থী, সেই উদ্দেশ্যে এ ইউনিটে মোট ৩টি পাঠ থাকবে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

❑ *পাঠ-১ : প্রাচীন গ্রীসের সমাজ ও নগররাষ্ট্র: রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠান ও তার কার্যক্রম*

❑ *পাঠ-২ : প্লেটোপূর্ব রাষ্ট্রচিন্তা : সফিষ্ট সম্প্রদায় ও সক্রেটিস*

❑ *পাঠ-৩ : গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের বৈশিষ্ট্য*

পাঠ - ১

প্রাচীন গ্রীসের সমাজ ও নগর রাষ্ট্র : রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও তার কার্যক্রম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- ❑ প্রাচীন গ্রীসের সমাজ জীবন ও নগর রাষ্ট্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ এথেন্স ও স্পার্টার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

গ্রীক সভ্যতার আদি পীঠস্থান প্রাচীন গ্রীসের বিকাশ ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। হোমারিক যুগে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের নিয়ে শুরু হয় এখানকার গ্রামীণ জীবন। মহাকবি হোমারের মহাকাব্যগুলোতে তৎকালীন গ্রীসের যে সমাজচিত্র দেখা যায়, সেখানে আদি গণতন্ত্রের জন্মবৃত্তান্তের সন্ধান মিলে। অনেকগুলো গ্রাম নিয়ে প্রাকৃতিকভাবে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সমাজ তথা 'Polis' (পোলিস)-এর উদ্ভব ঘটে। রাজাকে নিয়েই এ সব পোলিসের রাজনৈতিক গোড়াপত্তন হলেও ক্রমশ: জনপদের সম্পদ ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণের নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদ ও কলহের ফলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদির বিকাশ ঘটে এ সব জনপদে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীকদের আবাসস্থলগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে প্রাচীন গ্রীসের সমাজ, সভ্যতা ও নগর রাষ্ট্র। এশিয়ার প্রশ্চিমাঞ্চলে ইজিয়ান সাগর বিধৌত দ্বীপমালা নিয়ে বিস্তৃত ছিল এ সব রাষ্ট্র।

পোলিনেশিয়দের সহচার্যে গ্রীকদের বর্ণমালা ও ব্যাকরণ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতা। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে এথেন্স ও স্পার্টা হয়ে দাঁড়ায় গ্রীক সভ্যতার প্রধান দু'টি প্রাণকেন্দ্র। এ সব এলাকায় ক্রমশ: বিকশিত হয় গণতন্ত্র, দর্শন, ক্রীড়া, নাট্যচর্চা, সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষা, গবেষণা ও রাজনীতি চর্চা। স্বাধীনতা ও স্বায়ত্বশাসনসহ অপরাপর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির বিকাশও ঘটে এ সব নগর রাষ্ট্রকে ঘিরে।

এথেন্সের জনসংখ্যা ছিল চার লক্ষ। তন্মধ্যে আড়াই লক্ষ ছিল দাস। দাসরা ছিল মনিবের সম্পদ এবং যাবতীয় নাগরিক মর্যাদা বহির্ভুর্ত প্রাণী। নাগিরকদের মাঝে ধনী ও অভিজাতরা ছিল উঁচু শ্রেণীর মর্যাদাসম্পন্ন এবং সব ধরনের সুযোগ সুবিধার অধিকারী। কারিগর, ব্যবসায়ী, বণিক, কৃষক, শ্রমিক, নাবিক প্রভৃতি পেশার লোকেরা ছিল কেবলই সাধারণ নাগরিক; দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদাসম্পন্ন। মেটিক্স বা বহিরাগত অধিবাসীরা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর মর্যাদাপ্রাপ্ত। তারা নাগরিকদের মত সামাজিক অধিকার ভোগ করলেও রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে ছিল বৈষম্যের শিকার।

এথেন্সের সংবিধানে সর্বোচ্চ আইনসভার নামকরণ করা হয় এক্লেসিয়া। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চর্চা ছিল এথেন্সে। কুড়ি বছর বয়সী প্রতিটি এথেনীয় নাগরিক নগরসভার সদস্য ছিল। এই নগরসভা বছরে নিয়মিত দশবার এবং প্রয়োজনে পাঁচশত নাগরিকের আহবানে জরুরি সভায় মিলিত হত। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে ক্রমশ: পাঁচশত নাগরিকের পরিষদ এবং উনষাট জনের প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদ গঠিত হয়। পাঁচশত জনের পরিষদ গঠিত হত এথেন্সের দশটি প্রধান গোত্র থেকে ৫০ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে প্রাথমিক রাজনৈতিক ইউনিট থেকে নির্বাচন ও লটারীর মধ্যমে এসব প্রতিনিধি কেন্দ্রে পাঠানো হত। কালক্রমে ৫০০ জনের পরিষদ সংবিধানে থাকলেও বাস্তব প্রয়োজনে তা ৫৯ জনের শাসনকার্যে

পরিণত হয়। গোত্রের প্রতিনিধিত্বকারী নাগরিকদের মধ্যে থেকে লটারীর মাধ্যমে জীবনে একবারের জন্য পরিষদ সভাপতিত্ব করার সুযোগ দেয়া হত। প্রশাসন, ম্যাজিস্ট্রেসি বা বিচার ব্যবস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হত কাউন্সিলের মাধ্যমে।

এথেন্সের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ ছিল দশাধিনায়ক পরিষদ। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নাগরিকদের সরাসরি ভোটে প্রতিবারের জন্য ১০ জন জেনারেল নির্বাচিত হত। নগররাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের দায়িত্ব ছিল এদের হাতে। এথেন্সের জনগণ প্রশাসনের ওপর পরিপূর্ণ জবাবদিহিতা স্থাপন করে গণজুরি আদালতের মাধ্যমে। ত্রিশ বছরের অধিক বয়সী নাগরিকদের নিয়ে গঠিত আদালতের সদস্য সংখ্যা থাকত সর্বনিম্ন ২০১ থেকে সর্বোচ্চ ৫০১ পর্যন্ত। এদের ভোটের মাধ্যমে অপরাধীর অপরাধ ও শাস্তি নির্ধারিত হত। এথেন্সের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এক্লিসিয়া থেকে ডেমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কার্যকর করার জন্য গোটা এথেন্স একশতটি ডেমিতে বিভক্ত ছিল। এ গুলোকে আমাদের ওয়ার্ড বা ইউনিয়নের সাথে তুলনা করা চলে।

এথেন্সের তুলনায় স্পার্টা ছিল অনেকটা সাম্যবাদী ধাঁচের সামরিক রাষ্ট্র। এখানে আধুনিক সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রের মতো মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রকট। সকল নাগরিকের জন্য ব্যারাক জীবন ছিল বাধ্যতামূলক। ধনী-দরিদ্র, স্বদেশী-প্রবাসী সবাই মিলে প্রায় একই ধরণের খাবার খেত। ঘর-ঘোড়া, দাস সবকিছুর উপর ছিল সবার সাধারণ মালিকানা। লোহার তৈরী মুদ্রাকে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে এরা ব্যবহার করত। কৃষি ছিল নগরীর মানুষের প্রধান পেশা। নাগরিকদের নামে মাত্র যে জমিজমা থাকতো সেগুলো দেখা-শুনার দায়িত্ব ছিল ভূমিদাসদের ওপর।

ডোবিয়ান বংশোদ্ভুত মাত্র কয়েকশ নাগরিকের সমন্বয়ে গঠিত স্পার্টার সমাজ ছিল কঠোরভাবে দাসনির্ভর। হেলট্স নামে পরিচিত এই দাসদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। দাসদের যাবতীয় অধিকার ছিল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নিবেদিত। এখানে রাষ্ট্রই হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। প্রতিটি মানুষের জন্ম, মৃত্যু, সাফল্য, ব্যর্থতা ছিল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে জড়িত। এক সময় স্পার্টা আইন-শৃঙ্খলার বিকাশ ও ব্যক্তির সৃজনশীলতার উৎকর্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়। স্পার্টার শাসনব্যবস্থায় দ্বৈত রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল। ভিন্ন ভিন্ন অভিজাত গোত্র থেকে মনোনীত রাজাদ্বয় ক্ষমতার দিক থেকে ছিল একে অপরের সমকক্ষ। সিনেট ছিল সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তর। দু'জন রাজাসহ ষাটোর্ধ্ব বয়সী ২৮ জন অভিজাত ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হত সিনেট। সরকারের তৃতীয় শাখা ছিল এসেম্বলী। স্পার্টার সমূদয় নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত হত এই এসেম্বলী বা কাউন্সিল অব পিপল্স।

স্পার্টার সমূদয় সুস্থ ও সবল নাগিরক ছিল সৈনিক। নগর রাষ্ট্রের কাঠোর নিয়মাবলী একদিকে যেমন স্পার্টাকে শক্তিশালী নগর রাষ্ট্রে পরিণত করে আবার এগুলোর বাড়াবাড়ির ফলে এই রাষ্ট্রের ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে পড়ে। পিলোপনেসিয়ান যুদ্ধে স্পার্টা কর্তৃক এথেন্সের পরাজয় হলে এখান থেকেই শুরু হয় স্পার্টার বিশৃঙ্খলা ও পতনের সূচনা।

আয়তন জনসংখ্যার দিক থেকে পোলিস বা নগর রাষ্ট্রগুলো ছিল এমন আকৃতির যাতে রাষ্টীয় কার্যক্রম ও প্রতিরক্ষা বিষয়াদিতে সকল নাগরিক সমবেতভাবে অংশ নিতে সক্ষম হত। নগর রাষ্ট্রগুলো পরিচালিত হত কোন না কোন পরিষদের মাধ্যমে। এক একটি নগর রাষ্ট্রে পরিষদগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল এক এক ধরনের। ধনী-দরিদ্র দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নগর রাষ্ট্রগুলো পারস্পরিক বিরোধ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করেই এদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি বিকশিত হয়। নগর রাষ্ট্রগুলোতে ছিল নিজস্ব লিখিত সংবিধান। গ্রীক নগররাষ্ট্রে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে দেখা হয়েছে এক বা অভিন্নভাবে। প্রতিটি নগর রাষ্ট্রের নিজস্ব ধর্ম তথা দেব-দেবীর অস্তিত্ব ছিল। এসব নগর দেবতাকে পূঁজা-অর্চনা দিতে নাগিরকদের কম-বেশী বাধ্যবাধকতা ছিল। তবে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ঠিক পছন্দ করত না গ্রীক নাগরিকরা।

সারকথা

রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে গ্রীক নগররাষ্ট্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সংবিধান, আইনের শাসন, ব্যক্তি ও নগর রাষ্ট্রের সম্পর্ক, আইনসভা, সরকার পরিচালনায় প্রতিনিধিত্বশীল অংশগ্রহণ, শ্রেণী সংঘাত, সাম্যবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি বিষয়াদির সাথে আমাদের প্রাথমিক পরিচিতি ঘটে প্রাচীন গ্রীসের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির মাধ্যমে। আধুনিক গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী রাষ্ট্রের ভ্রূণ রচিত হয়েছেল গ্রীক নগর রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে।

পাঠোত্তার মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রসমূহ কোথায় অবস্থিত ছিল?
ক) মিশরে
খ) আরব সাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে
গ) ইজিয়ান সাগর বিধৌত দ্বীপসমূহ নিয়ে
ঘ) পশ্চিম ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে।

২। এথেন্সের সর্বোচ্চ আইন সভার নাম কি ছিলো -
ক) মায়ালজিয়া;
খ) এক্লেসিয়া;
গ) পোলিস;
ঘ) কাউন্সিল।

৩। এথেন্সের অধিকাংশ অধিবাসী ছিলেন?
ক) অভিজাত;
খ) দাস;
গ) বিদেশী;
ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। গ্রীক নগর রাষ্ট্রসমূহের কখন বিকশিত হয়?
২। প্রাচীন গ্রীসে রেনেসাঁ কখন সংঘটিত হয়?
৩। এথেন্সে কোন্ ধরনের গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল?
৪। নগর রাষ্ট্রে ধর্মের গুরুত্ব কেমন ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। এথেন্সের সমাজ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির ব্যাখ্যা প্রদান করুন।
২। স্পার্টার সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখুন।

সঠিক উত্তর

১। গ, ২। খ, ৩। খ

পাঠ - ২

প্লেটোপূর্ব রাষ্ট্রচিন্তা : সফিস্ট সম্প্রদায় ও সক্রেটিস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- সফিস্ট সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- সক্রেটিসের দর্শন আলোচনা করতে সক্ষম হবেন।

সফিস্ট সম্প্রদায়

সফিস্টরা হলেন প্রাচীন গ্রীসের আদি দার্শনিকদের একটি স্বাধীন গোষ্ঠী, যাঁরা ছিলেন বক্তৃতা চর্চা, ভাষার অলঙ্করণ ও দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতির সিদ্ধহস্ত শিক্ষক। প্রজ্ঞার অধিকারী এ সব শিক্ষক পার্থিব বিষয়াদির সৃষ্টি রসহস্য জানতে গিয়ে মানব প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনায় অবতীর্ণ হন। কখনো খোলা মাঠে, কখনো হাট-বাজারে কখনো বা রাস্তার পাশে কিছু মানুষ জড়ো করে তাঁরা বক্তৃতা করতেন। এদের জ্ঞানানুশীলনে ও রাষ্ট্রচিন্তায় ব্যক্তি মানুষের আলোচনা প্রধান্য পেত।

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে অধিকাংশ সফিস্টদের বসবাস ছিল এথেন্সে। নাগরিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এঁরা ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদাসম্পন্ন। বিদেশীদের মতো সামাজিক সমানাধিকার ভোগ করলেও, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন বৈষম্যের শিকার। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রচলিত এ বৈষম্যনীতি তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে।

প্রাচীন গ্রীসের সফিস্টরা পেশাদারী শিক্ষকদের মর্যাদা ভোগ করতেন। আধুনিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো তাঁরা যুব বয়সের শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন ভাবধারা প্রচার এবং জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রবাহ ছড়িয়ে দেয়ার কাজে মগ্ন থাকতেন। সফিস্টদের কাছ থেকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে যেমন : শাসন, বিচার ও আইন প্রভৃতি পেশায় যোগ দিত। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শুরু থেকে এথেন্সে গণতান্ত্রিক নীতিমালা প্রণয়ন ও সেগুলোর বাস্তবায়নে উপরোক্ত পেশাগুলো তাৎপর্যবহ হয়ে উঠে। সফিস্টগণ তরুণ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পেশার জন্যে উপযোগী সুবক্তা ও প্রখর তর্কজ্ঞান সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতেন। সফিস্টরা যুবকদের বিতর্কের কলাকৌশল শেখানোর পাশাপাশি তাদেরকে রাষ্ট্র ও পরিবার পরিচালনার কৌশল শেখাতেন। সফিস্টদের সার্বিক পেশাগত ভূমিকার জন্য পরবর্তী রাষ্ট্র দার্শনিকদের কেউ কেউ এদের 'আধা অধ্যাপক ও আধা সাংবাদিক' হিসেবে অভিহিত করেন। অবশ্য, সমকালীন জনমানুষের কাছে এঁরা 'জ্ঞানী লোক' হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন। তবে, দার্শনিক সক্রেটিস এদেরকে 'জ্ঞানী' বলতে আগ্রহী ছিলেন না। সক্রেটিসের দৃষ্টিতে 'জ্ঞানী' হলেন ঈশ্বর আর সফিস্টরা ছিলেন বড়জোর জ্ঞানের পূঁজারী'।

সফিস্টদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ :
সফিস্টরা কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন না এবং এদের মাঝে কোন সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল না।

সফিস্টদের অনেকেই নিত্যদিন শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত ছিলেন, আবার এদের কেউ কেউ সচেষ্ট থাকতেন ধারাবাহিকভাবে কোন সামাজিক দর্শন বিকাশের কাজে।
কিছু সফিস্ট ছিলেন ব্যাকরণবিদ এবং ভাষার সৃষ্টি রহস্য নিয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় নিমগ্ন হতেন।

কোন কোন সফিস্ট যুক্তিবিদ্যা বিশারদ

সফিস্টদের কেউ কেউ রাজনীতি ও নৈতিকতার মতো বিষয়াদি নিয়ে গভীর যুক্তি-তর্কে অবতীর্ণ হতেন।

সফিস্টরা সাধারণত: মানবতাবাদ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন, যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষ সম্পর্কে কৌশলী চিন্তা।

সফিস্টরা যে-কোন বিষয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্নের অবতারণা করে যুক্তিশীল সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। রাজনৈতিক নেতা অথবা ধর্মীয় পুরোহিতদের সামনে যুক্তিনির্ভরভাবে নির্ভয়ে কথা বলতেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সফিস্টরা ছিলেন দু'ভাগে বিভক্ত। একদল বিশ্বাস করতেন প্রকৃতিগতভাগে মানুষ সবাই সমান এবং অসমতা তৈরী হয়েছে মানুষের তৈরী আইনের মাধ্যমে দুর্বলদের শাসন ও শৃঙ্খলিত করার জন্যে। দ্বিতীয় দলটি মনে করতেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অসমান এবং নৈতিকতা হল সবলদের দমন ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে দুর্বলদের আবিষ্কার। পূণ্যের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সফিস্টরা মানুষকে সার্থক নাগরিক ও সুযোগ্য সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালান।

সফিস্টরা ছিলেন প্রচলিত দাসপ্রথার বিরোধী এবং গ্রীকদের বর্ণবাদী চিন্তার প্রতিপক্ষ। তাঁরা সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রবক্তা হিসেবে কাজ করেন। তাঁদের সবচে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো দর্শন শাস্ত্রের বিকাশ সাধন; যাতে পদার্থবিদ্যা, অধিবিদ্যা, নৈতিকতা, রাজনীতি ও জ্ঞানতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রাচীন গ্রীসের প্রখ্যাত সফিস্টদের মাঝে প্রোটোগোরাস, এন্টিফন, ক্যালিকেলস্, থ্রেসিমেকাস, গর্জিয়াস প্রভৃতি নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণ নাগরিক বা রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে কিভাবে সফলতা অর্জন করা যায় প্রোটাগোরাস তা-ই প্রচার করে বেড়ান। গর্জিয়াস ছন্দ ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সফিস্টগণ রাজনীতিকে একটি বাস্তবমুখী শাস্ত্রে পরিণত করেন। সফিস্টদের প্রতি প্লেটো অনেকটা খড়্গহস্থ হলেও তিনি তাঁর অনেক ধ্যান-ধারণা সফিস্টদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। সক্রেটিসের দর্শন ও লেখায় অনেক বিষয় যেমন; ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ সফিস্টদের সাধারণ শিক্ষা থেকে আহরিত হয়; যা প্রকারান্তরে এ বিষয়ে প্লেটোর ধারণাকে পরিশীলিত করেছে।

সক্রেটিস (৪৭০ খ্রি.পূ. - ৩৯৯ খ্রি. পূ.)

ইউরোপীয় সভ্যতার আদি প্রাণপুরুষ, দর্শনের আদি রূপকার সক্রেটিস খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬৯ সালে গ্রীসের অন্তর্গত এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন রাজমিস্ত্রী আর মাতা ছিলেন পেশাগত ধাত্রী। মায়ের পেশার অনুসরণে নতুন নতুন চিন্তার জন্মদানকে ত্বরান্বিত করতেন সক্রেটিস। এথেন্সের অপরাপর যুবকদের মতো প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করেন তিনি। পুরনো ধাঁচের অভিজাততান্ত্রিক শিক্ষা সক্রেটিসের মতো মানুষকে কিছুকালের জন্য একজন যুদ্ধংদেহী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করে। একজন ভারী অস্ত্রধারী যোদ্ধা হিসেবে তিনি এথেনীয় সেনাবাহিনীতে যোগাদানপূর্বক কয়েকটি সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সরকারের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেও তিনি কাজ করেন কিছু দিন। পয়ষট্টি বছর বয়সে তিনি কাউন্সিল সদস্যপদ লাভ করেন। তবে, কাউন্সিলের রাষ্ট্রীয় সংবিধান পরিপন্থী কিছু অন্যায় সিদ্ধান্তের সাথে তিনি দ্বি-মত পোষণ করেন। সে সময়ে এথেন্সে চলছিল

একনায়ক ত্রিশের শাসন। এক পর্যায়ে একনায়ক ত্রিশের সরকারের একটি অন্যায় সিদ্ধান্তকে সাহসিকতার সাথে তিনি পালনে অস্বীকৃতি জানান।

সক্রেটিসের পারিবারিক জীবন খুব সুখকর ছিল না। স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি মনোযোগী হওয়া তাঁর হয়ে উঠে নি। অধিকাংশ সময় তিনি শিষ্য পরিবেষ্ঠিত হয়ে থাকতেন; যাদের মাঝে যোদ্ধা থেকে শুরু করে পূরোহিত, শিক্ষার্থী, রাষ্ট্রীয় কার্যে নিয়োজিত দক্ষ ব্যক্তি প্রভৃতি সব ধরনের মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশেষত: তৎকালীন তরুণ সমাজ তাঁর প্রতি দারুনভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র পরিচালনার ভার যাদের উপর অর্পিত হবে সেই যুব সমাজকে আদর্শ, রীতি-নীতি ও পরামর্শ দিয়ে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আন্তরিক প্রয়াস চালান সক্রেটিস। তাঁর শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন প্লেটো ও জেনোফোন। অনুসারিদের সাথে রাজনীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক প্রশ্ন নিয়ে গভীর আলোচনায় তিনি নিমগ্ন থাকতেন।

সক্রেটিসকে বলা হয় প্রাশ্চাত্য রাজনৈতিক দর্শনের পিতামহ এবং নীতি শাস্ত্রের পুরোধা। তাঁর অন্যতম বাণী ছিল 'সদগুণই জ্ঞান'। তাঁর মতে, জ্ঞান দু'প্রকার : একটি হলো আপাত: জ্ঞান এবং অপরটি প্রকৃত জ্ঞান। তিনি বলেন, সব মানুষের কর্তব্য হলো সত্য জ্ঞানের সন্ধান করা এবং তা তারা তখনই আয়ত্ব করতে পারবে যখন তারা নিজেদেরকে জানতে পারবে। জ্ঞানের মতো সদ্‌গুণও দু'প্রকার। এক ধরনের সদ্‌গুণ মতামত নির্ভর; অন্যটি সত্য নির্ভর। প্রথমটি ক্ষণস্থায়ী এবং দ্বিতীয়টি চিরস্থায়ী।

সমকালীন সফিস্টদের তুলনায় সক্রেটিস তাঁর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি বলতেন, 'আমি একটি বিষয় জানি এবং তা হল আমি কিছুই জানি না। প্রশ্নের পর প্রশ্নোত্থাপনের মাধ্যমে তিনি শিষ্যদের বুঝিয়ে দিতেন একটি বিষয় সম্পর্কে তারা কতটা অজ্ঞ। তাঁর মতে, দর্শনের শুরু হয় আত্মজিজ্ঞাসা দিয়ে (Know thyself)। তিনি মনে করতেন 'পৃথিবীতে মানুষের চাইতে বড় কিছু নেই; আর মানুষের মাঝে আত্মার চাইতে বড় কিছু হয় না।' মানুষের কি হওয়া উচিৎ আর কোন্ গুণের পেছনে ধাবিত হওয়া কর্তব্য এ সব বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনায় অবতীর্ণ হতেন। সদ্‌গুণ ও উত্তম রাষ্ট্রের মাঝে যোগসুত্রতা স্থাপনে তিনি সক্ষম হন। রাষ্ট্রকে তিনি প্রকৃতিগত ও অপরিহার্য মানবিক সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেন।

প্রচলিত অভিজাততান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও যান্ত্রিক শৃঙ্খলাবোধের প্রতি সক্রেটিস ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। তিনি মনে করতেন, সমাজে স্থায়ী সুখ-স্বাছন্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রজ্ঞার প্রাধান্য থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি মনে করতেন, শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মাঝে যখন যুক্তিশীল চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হবে তখন ব্যক্তি ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ বুঝতে পারবে এবং আইনের ভয়-ভীতি ছাড়াই অন্যায়কে সযত্নে পরিহার করবে। সক্রেটিসের মতে, দর্শনের কাজ হল যুক্তির মাধ্যমে আত্মশৃঙ্খলা স্থাপন। মিথ্যা ধারণাগুলো বর্জন এবং যুক্তিশীল চিন্তার মাধ্যমে বিকল্প ধারণা কার্যকর করার বিষয়টি তাঁর দর্শরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

সক্রেটিস তাঁর অনুসারীদের ভ্রান্ত মতামতকে পরাভূত করে সঠিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার্কিক (Dialectical) পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিপক্ষকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এমন জায়গায় নিয়ে আসতেন যে তাদের আর তাঁর মতবাদ গ্রহণ করা ছাড়া অপর কোন উপায় থাকত না। সক্রেটিস তথ্য প্রমাণ ভিত্তিক যুক্তিশীল চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমত একটি বিষয়ের পরীক্ষামূলক অনুমান নিধারণ করতেন। অত:পর বাস্তব জীবন থেকে উদাহরণ সংগ্রহের মাধ্যমে এর যথার্থতা নির্ণয়ের চেষ্টা করতেন। তার প্রদত্ত শিক্ষাই ছিল মানুষ প্রকৃত জ্ঞান স্বার্থের উপযোগী হবে না; বরং তা

হবে শাশ্বত ও চিরন্তন। সক্রেটিসের মতে আত্মসম্মানবোধ, নিজের সম্পর্কে জানা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ হল মানুষের সবচে' বড় ধর্ম।

সফিস্টরা যে ভাবে সম্মানীর বিনিময়ে তাঁদের ছাত্রদের পার্থিব জীবনের উপযোগী শিক্ষাদান করতেন, সক্রেটিস একে এথেন্সের প্রচলিত অভিজাততান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক মনে করতেন। তাঁর মতে, সফিস্টদের শিক্ষা যে অসহিষ্ণু ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের জন্মদান করে তা সমাজের কাজে লাগে না। শিক্ষার মাধ্যমে যদি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা না যায় তাহলে এথেন্সে 'জোর যার মুল্লুক তার' এমন পরিস্থিতি বিরাজ করবে। সক্রেটিসের সমকালীন এথেন্সের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আইন দ্বারা পরিচালিত ছিল না বিধায় সেখানে প্রজ্ঞার অধিকারী ও উচুমানের সদ্‌গুণ সম্পন্ন লোকদেরই সরকারের প্রশাসনিক কাজে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত দেন।

সক্রেটিসের কাছে তাঁর স্বদেশের আইন ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। আইনকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন অনেকটাই ঐশ্বরিক বিধি- বিধানের মতো। তাঁর কথায়, একমাত্র ন্যায়নীতির লড়াই ছাড়া কারো আইন ভঙ্গ করা উচিৎ নয়। এথেন্সের যুবকদের বিপথগামী করে তোলা এবং প্রচলিত ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তিকে ভাঙ্গার দায়ে অত্যাচারী ত্রিশের শাসকদের হাতে সক্রেটিসকে কারাবন্দি করা হয় এবং বিচারকরা তাঁকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করে। তাদের জ্ঞানগুরুকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে সক্রেটিসের শিষ্যরা তাঁকে কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে প্ররোচিত করে। সক্রেটিস এথেন্সের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তিনি শিষ্যদের অনুরোধ সাড়াদানে বিরত থাকেন। তাঁর মতে, শাসক এবং শাসিত সবাই আইনের অধীন। সফিস্টরা যদিও আইনকে শাসকদের দাস হিসেবে দেখতেন, সক্রেটিসের কাছে আইন হল সার্বভৌম মনিব। আইনকে তিনি সকল নাগরিকের সমবেত ইচ্ছা হিসেবে ব্যক্ত করেন যাতে সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য লিপিবদ্ধ থাকে। তিনি বলেন, আইন মেনে চলা সবার জন্যই মঙ্গলকর।

রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে সক্রেটিস এক ব্যতিক্রমধর্মী আসন দখল করে আছেন। তাঁর বিপ্লবী ভাষাধারার মাধ্যমে এথেনীয় সরকারের ভিতকে তিনি কাঁপিয়ে তুলেছিলেন। তাঁকে কেউ খ্রীষ্টেরও পূর্বেকার খ্রীষ্টান হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পান। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সততার মাধ্যমে তিনি নজির স্থাপন করে গেছেন যে, ব্যক্তি রাষ্ট্রের আইন নয় বরং যুক্তিশীল চিন্তা দ্বারাই পরিচালিত হবে। দর্শন শাস্ত্রের তিনিই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি চিন্তার স্বাধীনতার জন্য খ্রীষ্টপূর্ব ৩৯৯ সালে হেমলক বিষপানে আত্মোৎসর্গ করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁর এই মহান মৃত্যু জীবিত সক্রেটিসের চাইতে মৃত সক্রেটিসকে অধিকতর শক্তিশালী দার্শনিকে রূপান্তরিত করেছেন।

সারকথা

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রীসে সমাজের শাসন কর্তৃপক্ষের সাথে ব্যক্তির সটিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গ্রীক তার্কিক গোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ঘটে। রাজনীতির প্রয়োজনে বাগ্মিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, কুট-তর্ক, বড় ফাকা বুলি, শে- ষযুক্ত সরস প্রত্যুত্তর ইত্যাদি ছন্দ ও শব্দ বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব শিক্ষার প্রয়োগ সফিস্টদের কাছ থেকেই শুরু।

সক্রেটিস (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭০-৩৯৯) ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের অন্তর্গত এথেন্সের নাগরিক। তিনি ছিলেন তৎকালীন এথেন্সে প্রচলিত গণতন্ত্রের নামে অজ্ঞ লোকদের শাসনের ঘোর বিরোধী। তাঁর মতবাদ ছিল 'সদগুণই জ্ঞান' এবং অজ্ঞতা, পাপ ও মিথ্যাচারের সুতিকাগার। অনুমান নির্ভর জ্ঞানের পরিবর্তে বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞানের সন্ধানে তিনি

তার্কিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তৎকালীন যুবসমাজ তাঁর মতবাদে দারুনভাবে আকৃষ্ট হয়ে উঠে। প্রচলিত ধর্মীয় ভাবধারার মুলে কুঠারাঘাত করে তিনি যুব সমাককে বিভ্রান্ত করেছেন এই অভিযোগ এনে গণতন্ত্রী শাসকরা তাঁকে হেমলক বিষপানে আত্মহুতিদানে বাধ্য করে। আইনের প্রতি আনুগত্যশীর থেকে চিন্তার স্বাধীনতার এই প্রবক্তা বিচারকদের রায়কে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে নেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সফিস্ট কারা ছিলেন?

ক) বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি রহস্য ভেদকারী একদল পণ্ডিত;

খ) এথেন্সের নাগরিক;

গ) প্রাচীন গ্রীসের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক;

ঘ) মানব প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনাকারী শিক্ষাবিদ।

২। রাজনৈতিকভাবে সফিস্টরা কয়ভাগে বিভক্ত ছিলেন।

ক) দুই ভাগে;

খ) পাঁচ ভাগে;

গ) তিন ভাগে;

ঘ) কোন ভাগে বিভক্ত ছিলেন না।

৩। সক্রেটিস ছিলেন-

ক) সক্রেটিস আইনের শাসন প্রতিষ্টার পক্ষপাতি ছিলেন;

খ) সক্রেটিস যুক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন;

গ) সক্রেটিস 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন;

ঘ) সক্রেটিস ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সফিস্টদের সাথে সক্রেটিসের ধারণাগত পার্থক্য কি?

২। সফিস্টদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি ছল?

৩। সক্রেটিসকে প্রশ্চাত্য চিন্তার পথিকৃত কেন বলা হয়?

৪। সক্রেটিস কেন সমকালীন এথেন্সের গণতন্ত্রের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন?

৫। কি পদ্ধতিতে সক্রেটিস তাঁর দর্শন প্রচার করেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক দর্শনের বিকাশধারায় সফিস্টদের অবদান কতখানি?

২। পাশ্চাত্য রাজনৈতিক দর্শনে সক্রেটিসের অবদান মূল্যায়ন করুন।

সঠিক উত্তর

১। ক, ২। ক, ৩। খ

পাঠ- ৩

গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- ❑ গ্রীক রষ্ট্রদর্শনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ রাষ্ট্রচিন্তায় গ্রীকদের অবদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

প্রাচীনকালের সভ্যতাসমূহের মধ্যে গ্রীক সভ্যতা শীর্ষস্থানীয়। নগররাষ্ট্র ভিত্তিক প্রাচীন গ্রীক যুগ নানাবিধ কারণে রাষ্ট্রচিন্তার জন্য ছিল একটি উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। গ্রীসের পন্ডিত ও দার্শনিকগণ যুক্তিবোধ (reason) প্রয়োগ করে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, রাষ্ট্র, ব্যক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলোকে বিচার বিশ্লেষণ পুর্বক কতকগুলো মূলসূত্রের উদ্ভাবন করেন। গ্রীক দার্শনিকেরা রাষ্ট্রনীতিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ না করে এর সাথে যুক্তিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, অধিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলোকেও সংযুক্ত করেন। ফলে রাজনৈতিক বিষয়টি অধিকতর সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

রাষ্ট্রে ব্যক্তিসত্তা ও রাষ্ট্রীয়সত্তার মধ্যে ছিল অভিন্ন সম্পর্ক।

কোন দেশের রাজনৈতিক চিন্তা ঐ দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ ও সামাজিক শ্রেণী কাঠামো, অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থা, ভৌগলিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে হলে তৎকালীন গ্রীসের রাষ্ট্রকাঠামো, সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত: প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্র ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাগররাষ্ট্র ভিত্তিক। এই নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টা ছিল অন্যতম। এই সব নগর রাষ্ট্রে ব্যক্তিসত্তা ও রাষ্ট্রীয়সত্তার মধ্যে ছিল অভিন্ন সম্পর্ক। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

দ্বিতীয়ত: নগর রাষ্ট্রগুলোর শাসন ব্যবস্থা কোনক্রমেই তৎকালীন ভারত, চীন, বা মিশরের ন্যায় একচ্ছত্র এবং নিরবিচ্ছিন্ন স্বৈরশাসক কর্তৃক শাসিত ছিল না। পক্ষান্তরে শাসিতদের মধ্যে হতে পুরুষ নাগরিকেদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শাসন কার্য পরিচালিত হতো। অবশ্য মাঝে মধ্যে এর কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটতো। তবে সাধারণভাবে জনগণ রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও শাসন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকতো। এথেন্সের নগর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সেভাবেই গড়ে উঠেছিল। গ্রীসের বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রে সরকারের উত্থানপতন প্রায়ই ঘটতো। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থা নগররাষ্ট্রগুলোতে পরিলক্ষিত হতো। বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে পন্ডিতেরা তর্কবিতর্ক করতেন, বিচার বিশ্লেষণের সুযোগ পেতেন এবং নানা প্রকার বাস্তবানুগ সিদ্ধান্ত দিতেন। উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করতেন এবং তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা করতেন। এমনকি স্পার্টা নামক নগর রাষ্ট্রের সামরিক ধরনের শাসনের বিকল্প নিয়ে গ্রীক পন্ডিতেরা চিন্তাভাবনা করতেন। এভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বাস্তবতা দার্শনিকদের রাষ্ট্র ও দর্শন নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মদদ যুগিয়েছিল। বিভিন্ন কারণে যথা,অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, দাস বিদ্রোহ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলো সংকটে আপতিত হয়েছিল। গ্রীক দার্শনিকগণ বিশেষ করে প্লেটো এবং এরিষ্টটল এই ক্রম:ক্ষয়িষ্ণু গ্রীক নগর রাষ্ট্রের ঐতিহ্যকে পুনস্থাপিত করার মানসে লেখনী ধারণ করেছিলেন। রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান কালোর্ত্তীর্ণ হয়ে চিরায়ত মর্যদা লাভ করেছে; যা আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করতেন

দাসবিদ্রোহ সমাজ ও রাষ্ট্রকে নাড়া দিতো

তৃতীয়তঃ দাসের শ্রমের উপর নির্ভরশীল এবং শ্রেণীবিন্যাসিত সমাজ প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রদর্শন উদ্ভবের আরও একটি কারণ। দাসদের বিদ্রোহ মাঝে মাঝে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আলোড়িত করতো। এ অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য পন্ডিতেরা রাজনৈতিক দর্শনের মাধ্যমে কিছু স্থায়ী সমাধান বের করতে সচেষ্ট হন। তা'ছাড়া দাসের শ্রম বস্তুত: অভিজাত শ্রেণীকে শিল্প, সাহিত্য ও রাষ্ট্রদর্শন চর্চার পর্যাপ্ত সময় বা অবসর এনে দিয়েছিল।

চতুর্থতঃ সমুদ্র বন্দর নির্ভর এথেন্সের নগর রাষ্ট্র ছিল তৎকালীন যুগে ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সাথে নগর রাষ্ট্রবাসীগণ দেশ বিদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। উপরোক্ত বিবিধ কারণে গ্রীসবাসিদের মন মানসিকতা ছিল উদার ও যুক্তিবাদী। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তারা হয়ে ওঠে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগি সম্পন্ন। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, পিথাগোরাস, ডিমোক্রিটাস, হিরাক্লিটাস, প্রমুখ চিন্তাবিদের চিন্তায় গ্রীক রাষ্ট্রদর্শন সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের বৈচিত্রপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে অধিকতর উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচনা করতে পারি:-

গ্রীসের রাষ্ট্রচিন্তা ছিল উদার, সংস্কারমুক্ত ও বিশ্লেষণ-ধর্মী

- **যুক্তিবোধের অগ্রাধিকার:** যুক্তিকে (reason) সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া ছিল প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রীকরা মনে করতেন যে, মানব জীবন ও জগৎ সংসার এ সবই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে প্রতিটি ঘটনার পেছনে যুক্তি কাজ করছে। মানুষ যুক্তিবাদী প্রাণী। তাই যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ প্রতিটি ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ করে এবং এ ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অর্থাৎ যুক্তিগ্রাহ্য হলে মানুষ তা গ্রহণ করে, আবার যুক্তিবিবর্জিত হলে তা প্রত্যাখান করে। সম্ভবত: এ জন্য প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রচিন্তা তুলনামূলকভাবে উদার, সংস্কারমুক্ত ও বিশ্লেষণধর্মী। অদৃষ্টবাদ বা অন্যান্য অযৌক্তিক রীতি নীতি তাঁদের মন মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রীক দর্শনের এ উৎকৃষ্ট দিকটির উত্তরাধিকারিত্ব বহন করছে।
- **রাষ্ট্রচিন্তায় নৈতিকতার প্রভাব:** গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো রাজনৈতিক বিষয়গুলোর মধ্যে নৈতিকতার প্রভাব। গ্রীকরা মনে করতেন উত্তম জীবনই হলো মানুষের মূল লক্ষ্য। রাষ্ট্র ও রাজনীতি এ উত্তম জীবনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। ফলে রাজনীতি (politics) এবং নৈতিকতা (ethics) গ্রীক রাজনৈতিক দর্শনে একই সূত্রে বাঁধা পড়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রকে তাঁরা একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।
- **রাষ্ট্র ও ধর্ম:** যুক্তিবাদকে জীবনের সর্বত্র গ্রহণ করার ফলে গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনে ধর্মের তেমন প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। ধর্ম সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিকগণ অনেকটা নিস্পৃহ মনোভাব পোষণ করতেন। ধর্ম রাজনীতির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকতে পারে নি।
- **ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক:** গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ লক্ষ্য করা যায় না। রাষ্ট্রদর্শনের বিশিষ্ট লেখক ওয়েপার মনে করেন' আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শন প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে গ্রথিত হয়েছিল। এথেন্সে যখন গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত হতো তখন ব্যক্তিনাগরিক প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনে সংযুক্ত হতে পারতো। তবে গ্রীক দার্শনিকেরা মনে করতেন, রাষ্ট্রসত্তার মধ্যেই ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতা আসতে পারে। তাঁরা তাই রাষ্ট্রকে কখনও ব্যক্তির প্রতিপক্ষ ভাবতে পারেন নি। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাকে তাঁরা পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করতেন। সক্রেটিস তাঁর প্রতি বিচারের অন্যায় রায় বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছিলেন। পালাবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে যান নি।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাকে তাঁরা পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করতেন

- **রাষ্ট্রের অবাধ কৃর্তৃত্বঃ** গ্রীক দার্শনিকগণ রাষ্ট্রীয় সত্তাকে অধিকতর উন্নত সত্তা বলে মনে করতেন। তাঁরা আরও মনে করতেন, কেবল মাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য তথা উন্নত নৈতিক জীবন যাপন সম্ভব। তাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে সীমিত করার কোন প্রয়োজন নেই বলেই ভাবা হতো। রাষ্ট্র তাঁদের কাছে সদগুণের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো। মানব কল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্রের যে কোনো ধরনের কাজ সম্পন্ন করার অধিকার স্বীকৃত থাকায়, রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বত্র বিচরণ করতে পারতো। এ কারণে অনেকে গ্রীক নগর রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে 'সর্বাত্মকবাদী' (Totalitarian) বলে অভিহিত করেছেন।

- **আইনের প্রতি আস্থাঃ** গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর আইনের প্রতি আস্থাশীলতা। বিকাশের এক পর্যায়ে গ্রীক নগর রাষ্ট্র রাজতন্ত্রের কবল থেকে অভিজাততন্ত্রের অধীনে চলে আসে এবং এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ ধর্মীয় ও কর্তৃত্ববাদী অনুশাসনের স্থলে ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবিক বিষয়গুলো প্রধান্য পেতে শুরু করে। তবে আইনের উৎস হিসেবে যুক্তিবোধের প্রাধান্য থেকে যায়। এরিষ্টটলের রাষ্ট্রচিন্তায় শাসক বা সরকারকে আইনের অধীনস্ত করা হয়েছে। প্লেটো তাঁর *'দি রিপাবলিকে'* আইনের অনুপস্থিতির কথা বললেও পরবর্তীতে *'দি লজ'* এবং *'দি ষ্ট্রেটসম্যান'*-এ আইনের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

- **সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কঃ** গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের আরও একটি দিক এর সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে উম্মোচিত হয়েছে। গ্রীক রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকেরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভিন্ন মনে করতেন না। সমাজকে ভিন্ন ভাবে না দেখাকে অনেকে গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

- **নগর রাষ্ট্র কেন্দ্রিক রাষ্ট্রদর্শনঃ** গ্রীক রাষ্ট্রদর্শন ছিল মূলত: নগর কেন্দ্রিক। নগররাষ্ট্রের বাইরে তারা চিন্তা ভাবনা করতেন না। জাতি রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য ভিত্তিক চিন্তা ভাবনা তাঁদের দর্শনে স্থান পায় নি।

তবে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলা যায়, বিভিন্ন প্রকার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গ্রীক রাষ্ট্রদর্শন আধুনিক সভ্যতার জন্য অনন্য অবদান রেখে গিয়েছে। অধ্যাপক স্যাবাইন বলেন,"নগর-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে গ্রীক চিন্তাবিদদের ধারণা থেকেই ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, নিয়মতান্ত্রিক সরকার, আইনের মর্যাদা প্রভৃতি অধিকাংশ রাজনৈতিক আদর্শ অথবা তার অন্তত: সূত্রপাত ঘটে।"

সারকথা:

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে গ্রীক রাষ্ট্রদর্শন এক বিশিষ্ট ও অনন্য স্থান দখল করে আছে। গ্রীক রাষ্ট্র দর্শনের উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন, যুক্তিবোধের অগ্রাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, আইনের শাসন, নিয়মতান্ত্রিকতা প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতা বিকাশের মূলে এবং বর্তমান রাষ্ট্রীয় জীবন যাত্রার চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। আধুনিক সভ্যতার জন্য গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান কি?
(ক) যুক্তিবোধের অগ্রাধিকার; (খ) রাষ্ট্রচিন্তায় নৈতিকতার প্রভাব;
(গ) রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব; (ঘ) সমাজের পৃথক অস্তিত্বকে মেনে না নেওয়া।
সঠিক উত্তর : ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। গ্রীক রাষ্ট্র দর্শনের উল্লেখযোগ্য দার্শনিকদের নাম কি?
২। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য বলতে কি বুঝায়?
৩। নগর রাষ্ট্র বলতে কি ধরনের রাষ্ট্র বুঝায়?
৪। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলতে কি বুঝায়?
৫। যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তা কি?
৬। গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তায় নৈতিকতা ও রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রচিন্তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা দিন।
২। প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রচিন্তার কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য বর্তমান সভ্যতার জন্য অধিকতর প্রযোজ্য এবং কেন?